R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১১ই মাঘ, বুধবার, ১৪১২ সাল।
২৫শে জানুয়ারী ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

রান্নার গ্যাস সিলিণ্ডার আকালের সুযোগ নিয়ে আবার কালোবাজারী শুরু হয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর এলাকায় আবার রান্নার গ্যাসের আকাল শুরু হয়েছে। কিছুদিন থেকে গ্রাহকরা সিলিন্ডার বুক করার পর ২৪/২৫ দিনের আগে পাচ্ছেন না। জঙ্গিপুর গ্যাস সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, গ্যাসের দাম বাড়ানোর জন্য নাকি আই, ও, সি স্বাভাবিকভাবে সিলিন্ডার সরবরাহ করছে না। যার জন্য গ্রাহকদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে। তারা আরো জানান, যেখানে প্রত্যেক মাসে ২৮ গাড়ী (গাড়ী প্রতি ৩০৬টি সিলিন্ডার) অর্থাৎ ৮৫৬৮ সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়। সেখানে চলতি মাসে ২০ তারিখ পর্যন্ত মাত্র ৭টি গাড়ী এসেছে। পরিস্থিতি সামলাতে গ্রাহক পরিষেবা কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে কিছু গ্রাহকের অভিযোগ, কৃত্রিম অভাবের সুযোগ নিয়ে ভ্যানচালকদের মাধ্যমে চড়া দামে বাজারে সিলিন্ডার বিক্রী চলছে। উল্লেখ্য, আমাদের মহকুমার ফরাক্কা বা জেলার অন্যান্য জায়গায় রান্নার সিলিন্ডারের দুষ্প্রাপ্যতার কোন খবর নেই। এছাড়া সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী কেরোসিন বা রান্নার গ্যাসের দাম এখন কোন মতেই বাড়ানো হবে না—পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন। অথচ স্থানীয় এজেন্টের মুখে অন্য কথা।

আজও চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ ব্রাত্য, তপশীলি সার্টিফিকেট দিতে আমলাদের গড়িমসি চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২০০৪ সালের ৮ অক্টোবর মহামান্য হাইকোর্ট ছ' সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীদের এস, সি সার্টিফিকেট দিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেও আজ পর্যন্ত তপশীলি জাতির শংসাপত্র কোন আবেদনকারী পাননি। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ভরতচন্দ্র মন্ডল আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, এসডিও বা বিডিও অফিসের বিভাগীয় কর্মীরা নানা অজুহাত দেখিয়ে দিনের পর দিন আমাদের হয়রান করছেন! জঙ্গিপুর এসডিও অফিস থেকে রঘুনাথগঞ্জ-১ বিডিও অফিসে আমাদের আবেদনপত্রগুলো তদন্তের জন্য পাঠালে ওখানকার এসসি এসটি ইন্সপেক্টর মঞ্জুর আলি আবেদনকারী পিছু পাঁচশো টাকা চান। আমরা ঘুষ দিতে অস্বীকার করি ও ৬ জানুয়ারী ২০০৫ বিডিও অফিসে বিক্ষোভ জানাই। ঐ অসৎ অফিসার আমাদের আবেদনের সঙ্গে দেওয়া ফটো ও প্রামাণ্য কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবেদনপত্রগুলো বাতিল করে এসডিও অফিসে পাঠিয়ে দেন। আমরা ঐ অফিসারের অনাচারের কথা এসডিওকে জানালেও তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি। বাধ্য হয়ে হাইকোর্টে 'কনটেম্পট'-এর জন্য গত ৭-৩-০৫ কোর্টের নোটিশ দেওয়া হয়। ঐ নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক তাড়াতাড়ি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে বলে আমাদের চিঠি দিয়ে জানান (মেমো নং ১৫৮৯/১ (৩)/বি সি ডবলিউ, তাং ২২-০৩-০৫)। এই চিঠির প্রেক্ষিতে আমরা 'কনটেম্পট' থেকে বিরত থাকি। এসডিও বিভাগীয় অফিসার মন্টু বিশ্বাসকে দিয়ে এ ব্যাপারে একটা তদন্ত করিয়েছেন, অথচ দীর্ঘদিন চলে গেলেও তদন্তের কোন রিপোর্ট আমাদের জানানো হয়নি বা আমরা কোন সার্টিফিকেট পায়নি। এসডিও সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে (শেষ পৃষ্ঠায়)

অত্যধিক লোড পড়ায় বিদ্যুৎ লাইন অকেজো

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিদ্যুৎ লাইনের ওপর অত্যধিক লোড পড়ায় সম্প্রতি জঙ্গিপুর হাসপাতালের জি, ডি, এ এবং সুইপারদের প্রায় ৪০টি কোয়ার্টারের মিটার পুড়ে গিয়ে লাইন অকেজো হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে তদন্তে এসে বিভিন্ন কোয়ার্টার থেকে ২০/২২টি হিটার সীজ করে নিয়ে যায় বলে খবর। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের বন্যায় হাসপাতাল চত্বর ডুবে গিয়ে ওখানকার কোয়ার্টারের মিটারগুলো জল ঢুকে অকেজো হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ দপ্তর ঐ সময় পরিস্থিতি সামাল দিতে কোয়ার্টার পিছু ৬০'০০ টাকা মাসিক বিল ধার্য্য করে। এই সুযোগে (শেষ পৃষ্ঠায়)

জীবনশৈলী কর্মশালায় অনেক শিক্ষক ক্ষোভ প্রকাশ করলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে সারা রাজ্যের মত সাগরদীঘি ব্লকের স্কুলগুলোর গত ৫—৭ জানুয়ারী তিন-দিনের কর্মশালা হয়ে গেল সাগরদীঘি এস, এন, হাই স্কুলে। প্রায় দুশো শিক্ষক শিক্ষিকা ঐ 'জীবনশৈলী' কর্মশালায় প্রশিক্ষণের জন্য অংশ নেন। বিতর্কিত এই বিষয় ও পুস্তক নিয়ে কর্মশালাতে বহু শিক্ষক প্রতিবাদ জানিয়ে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। অনেকে প্রশ্ন করেন—এত বিষয় থাকতে যা নিয়ে প্রায় অভিভাবক সচেতন এবং ইদানিং যা নিয়ে সমাজ উত্যক্ত, সেই যৌন সংক্রান্ত বিষয় খুলে বলার শিক্ষা আমরা দিতে যাব কেন? কেন 'কন্ডোম্ ব্যবহার করে নিরাপদ থাকো এডস্ থেকে'—বলবো? 'হস্তমৈথুন করা যেতেই পারে, এতে দেহের ও মনের ক্ষতি নেই বরং ভালো' (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই মাঘ, বুধবার, ১৪১২ সাল।

প্রজাতন্ত্র দিবস

২৬শে জানুয়ারী, ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস। বস্তুতঃ সাধারণতন্ত্র দিবস বিশেষ তাৎপর্যবাহী। ১৯৫০ সালের এই দিনটিতে সংবিধান চালু হয় এবং ভারতের প্রতি নাগরিককে অধিকার প্রদানের অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করা হয়। প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে। তাই ভারতের শাসন ব্যাপারে ভারতের জনগণের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাহা ছাড়া নাগরিকদের কর্তব্যও এই উপলক্ষে ঘোষিত হয়। পূর্বে এই ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হইত। তখন ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যুগ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই দিনটিকে সাধারণতন্ত্র দিবসরূপে ঘোষণা করা এবং উদ্‌যাপন করা খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। পরম পরিতাপের কথাঃ বিচ্ছিন্নতাবাদ আজ মাথা চাড়া দিয়াছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই ইঙ্গিত লইয়া আমরা আমাদের পত্রিকায় বহু আলোচনা করিয়াছি। আজ তাহার রূঢ় বাস্তবরূপ দেখা যাইতেছে পাঞ্জাবে, আসামে, দার্জিলিং অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে। পাঞ্জাবে ও আসামে উগ্রপন্থীদের হাতে প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাইতেছেন এক বা একাধিক জন। গোর্খাল্যান্ড লইয়া কিছু মানুষ ভারতকে চ্যালেঞ্জ দিয়াছে।

ভারতের অভ্যন্তরে থাকিয়া ভারতেরই ক্ষতিসাধনের হীন প্রয়াস। অথচ তাহার উপযুক্ত মোকাবিলা করিবার সেই দৃঢ় হস্ত কোথায়? তাই শুধু অনুষ্ঠানাদি করিয়া এই দিনটি উদ্‌যাপন করিলেই চলিবে না। ভারতের প্রতিটি নাগরিককে নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন থাকিতে হইবে। যে সব অশুভ শক্তি দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক; তাহার বিরুদ্ধে সকলকে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের অশুভ মনোবৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপকে উৎখাত করিতে হইবে। সংহত কর্মশক্তি দিয়া দেশের শক্তিবৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন আসিয়াছে। যে সব বহিঃশক্তি ভারতকে দুর্বল করিতে চেষ্টিত, তাহার বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে দাঁড়াইতে হইবে। প্রতিটি মানুষকে আজ মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থবোধ অপেক্ষা দেশ বড়।

হায় ইতিহাস, হায় সুভাষ

বরুণ রায়

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস নেতৃত্ব বরাবরই ছিল ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণকামীদের হাতে। কাজেই বিদেশী শাসক ইংরেজের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপোষ-আলোচনা চালিয়ে, সভা-সমিতিতে প্রস্তাব পাশ করে শাসকদের কাছ থেকে যতটুকু পারা যায় নিজেদের জন্য সুবিধা আদায় করে নেওয়াই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। দেশের অশিক্ষিত নিরন্ন বঞ্চিত মানুষরা সচেতন হয়ে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার অর্জনের জন্য লড়াইয়ের ময়দানে নেমে আসুক, সংগ্রামের পতাকা তারা নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে রক্তমূল্যে বিদেশী (এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের তল্পিবাহক এদেশের শোষকদের) শোষকদের উৎখাত করুক এটা ছিল তাদের না-পসন্দ।

অখন্ড স্বাধীন ভারত গড়ার লক্ষ্য প্রথম এ দেশে বেছে নেয় অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী দলগুলি। সশস্ত্র লড়াইয়ের পথে বিদেশী শাসকদের হটিয়ে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা তারা অর্জন করতে চেয়েছিল। তারা জানত, 'চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী'। রামধনু শুনিয়ে সাদা চামড়ার শোষকদের তাড়ানো যাবে না। বিদেশী ইংরেজদের এরা ছিল চোখের শূল। তাদের প্রচার যন্ত্র এদেরকে চিহ্নিত করেছিল 'সন্ত্রাসবাদী' হিসাবে। বিদেশী শাসকদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের দেশের নামাবলিধারী অহিংস কংগ্রেস নেতৃত্ব এদেরকে 'বিপথগামী' বলে প্রচার চালিয়েছে এবং সর্বপ্রযত্নে এদের এড়িয়ে গিয়েছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে সুভাষচন্দ্রই প্রথম সমস্ত ছুঁৎমার্গ ত্যাগ করে ব্যাপকতম ভিত্তিতে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীকে একতা-বদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। দেশের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তাঁর ধ্রুব লক্ষ্য। সেখানে হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন অবান্তর, শাসকদের সঙ্গে কোন রকম সমঝোতা বা আপোষ ভ্রষ্টাচার। প্রকৃত সেনাধ্যক্ষের মত তিনি জানতেন যে প্রভূত ক্ষমতাশালী ধুরন্ধর প্রতিপক্ষকে হারাতে হলে অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সঠিক সময়ে শত্রুকে নির্মম আঘাত হানতে হবে। লক্ষ্য যদি স্থির থাকে তাহলে রণনীতিতে শত্রুর শত্রু সাময়িকভাবে আমার মিত্র হতেই পারে।

বেপরোয়া লড়াকু সেনাপতি সুভাষচন্দ্র বরাবরই দক্ষিণপন্থী আপোষকামী কংগ্রেসী নেতাদের 'চোখের বালি' ছিলেন। সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন তখন এঁরাই তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। আপোষহীন সংগ্রামের ডাক দেওয়া এই নেতাকে সবরকমে অপদস্ত করে তাঁরা কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।

কিন্তু এই বিতাড়িত, বিড়ম্বিত মানুষটিই তাঁর লক্ষ্যে অবিচল থেকে দেশের মাটি থেকে বহু দূরে আজাদ হিন্দ্ সরকার ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করে —'চলো দিল্লী' ডাক দিয়ে মরণপণ লড়াইয়ে নেমেছেন। 'তুম্ হাম্‌কো খুন দো, ম্যয় তুম্‌কো আজাদী দুঙ্গা'—এ কোন সৌখীন সভায় প্রস্তাবপাশকারী নেতার কণ্ঠের ডাক নয়। না-খেতে-পাওয়া মুমূর্ষু সেনাবাহিনী শত্রুর শত প্রলোভনকে উপেক্ষা করে এই নেতাকেই বলতে পারে—'হাম গোলামিকে রোটি ঔর মখ্‌খনসে আজাদীকা ঘাম জাদা পসন্দ্ করতে হেঁ।'

আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামই ১৯৪২ এর প্রথম গণ-সংগ্রাম এবং তৎপরবর্তী নৌবিদ্রোহ, পুলিশ ধর্মঘট, ছাত্র ধর্মঘট, ডাক-তার ধর্মঘটের অনুকূল ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ব্যাপকতম গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপন্ন পর্যুদস্ত বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হেনে অখন্ড ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার সে এক অপূর্ব সুযোগ আমাদের এসেছিল। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষমতা ভিখারী নেতৃত্ব সেদিন ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করে দেশকে খন্ডিত করে গদি নিয়ে কাড়াকাড়িতে মাতে।

পৃথিবীর স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এক বিরল ব্যক্তিত্ব। কোন একজন মানুষ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুভাষচন্দ্রের চেয়ে বেশি আলোড়িত করেননি, সংগ্রামকে চূড়ান্ত লক্ষ্য পথে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর চেয়ে বেশি সফল নেতৃত্ব দেননি। দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সঞ্চার করে তাদেরকে জীবন আহুতি দিতে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারেননি।

অথচ এই মানুষটিকেই দেশে তাঁর নিজের দলের তা বড় নেতারা ষড়যন্ত্র করে দল থেকে বিতাড়িত করেছে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগ্রামকে জাপানী সাম্রাজ্য-বাদীদের ভাড়াটিয়া দালালদের প্রচেষ্টা বলে চিহ্নিত করেছে। আমাদের দেশের 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি পন্ডিত' এক কংগ্রেসী মহানেতা ঘোষণা করেছিলেন সভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারত অভিযান করলে তিনি (৩য় পৃষ্ঠায়)

নেতাজীর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা

কাশীনাথ ভকত

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপোষহীন যোদ্ধা সুভাষচন্দ্র বসু শুধু একজন প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীই ছিলেন না, তিনি একজন বিশিষ্ট বাস্তবধর্মী রাষ্ট্রনীতি চিন্তাবিদও ছিলেন। আর সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তার এক উজ্জ্বল ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাঁর সমাজবাদী ভাবনা। গণতন্ত্রের প্রচলিত পথে তিনি চলতে চাননি। তিনি চেয়েছেন এক নতুন, সর্বাঙ্গীণ মুক্তিসম্পন্ন সমাজ। তাঁর মতে সমাজতন্ত্র হলো এক মানবিক অগ্রগতির আদর্শে সাম্য, স্বাধীনতা, সত্য ও ন্যায়ের এক সংশ্লেষ। তবে সুভাষচন্দ্র সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেও জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রেই তাঁকে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। লেনিনের নেতৃত্ব, সোভিয়েত রাশিয়ার পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রতি আস্থাশীল নেতাজী দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও অর্থনৈতিক সংস্কারের ধারায় বিচার করেছেন।

নেতাজী মনে করতেন একমাত্র স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই নূতন ভারত গড়ে তোলার ও সমাজতন্ত্রের প্রাসঙ্গিকভার প্রয়োজন দেখা দেবে। এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রামের ক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করবে পূর্ণাঙ্গ সমাজতন্ত্র। তাঁর চিন্তাধারায় জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র এক অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে। সুভাষচন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক ভাবনার সার্থক প্রতিফলন ঘটে ১৯৩৩ সালের ১০ জুন লন্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে। এই সম্মেলনেই সুভাষচন্দ্র সাম্যবাদী সংঘ গঠনের কথা ঘোষণা করেন। প্রচার করেন তাঁর কর্মসূচী। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল (১) কৃষক মজুরের স্বার্থ রক্ষা ও জমিদার, পুঁজিপতি, মহাজন শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থরোধ, ২) ভারতীয় জনগণের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রিক ও আর্থিক মুক্তি। ৩) সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রিয় সরকার সাময়িকভাবে শক্তিশালী একনায়কী ক্ষমতাসম্পন্ন এক শ্রেণীর শাসন। ৪) কৃষি ও শিল্পে রাষ্ট্র প্রবর্তিত পরিকল্পনা ও পুনর্গঠন। ৫) অতীতের গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে নতুন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন এবং জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদির উচ্ছেদ। ৬) জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, সর্বভারতীয় নতুন ভুমি ব্যবস্থা। ৭) দেশের ঐক্য ও অখন্ডতার জন্য সামরিক নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা আবদ্ধ, শাক্তিশালী একদলীয় সরকার।

হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হবার পরবর্তীকালে ভারতের জাতিয় সমস্যার সমাধান হিসাবে তিনি গুরুত্ব দেন দারিদ্র দূরীকরণ, শিক্ষার প্রসার এবং উৎপাদন ও বন্টনের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির উপর। ভুমি সংস্কার, জমিদারী প্রথার বিলুপ্তি, সমবায় আন্দোলন এই সব ধারণার মধ্য দিয়ে নেতাজী তাঁর বলিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক ভাবনাকে প্রচার করেন। সভাপতি থাকাকালীন তিনি জাতীয় অর্থনীতির সুষম বিকাশের জন্য সোভিয়েত ধাঁচের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে রূপ দেবার কথা ঘোষণা করেন। জহরলালের সভাপতিত্বে গঠিত 'প্ল্যানিং কমিটি' সুভাষচন্দ্রের মানসিক ভাবনার ফসল।

রক্ষণশীলদের চক্রান্তে ও কমিউনিষ্ট ঔদাসিন্যে যখন তাঁকে কংগ্রেস ত্যাগ করতে হলো তখন ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করে তিনি তাঁর সমাজতান্ত্রিক তথা বামপন্থী ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালের মে মাসে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে তিনি জানান বাম শক্তির সংহতি সাধন এবং বামপন্থী সংহতির মাধ্যমে কংগ্রেসের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য সৃষ্টি এবং পূর্ণ স্বরাজ অভিযানই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

সিভিক্ সেন্স

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৭) মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে পান খেতে একশো টাকা নিয়ে চালের লাইসেন্স দেয়। ইঞ্জিনিয়ারীং পাশ করা যুবক, যে এক সময় ব্রিলিয়ান্ট স্কলার ছিলো এবং নিশ্চয় র‍্যাগিং মাষ্টারও ছিলো। সে আজ পোষা চতুষ্পদের মতো ঠিকাদারদের পাপোষের কাছে বসে ল্যাজ নাড়ায়, কত এম, বি, বি, এস, হাসপাতালে থাকাকালীন রত্নাকর আর চেম্বারে বাল্মিকী বনে যায়। কত নেতা ভোটের জন্য ও সাময়িক লাভের মুখ দেখতে কত বাংলাদেশীকে 'ভারতীয়' বানিয়ে হতভাগা দেশের ভয়াবহ বিপদ ডেকে এনে এখন মুখ্যমন্ত্রী।

সিভিক সেন্স যদি সৌজন্যবোধ হয় তবে তার এবং সমস্তরকম বোধের জননী সম্ভবতঃ মানবতাবোধ। বিবেকানন্দের অ্যাটম বোমার মত ছোট্ট অথচ চরম সত্য একটা কথা আছে— বি এ্যান্ড মেক। নিজে তৈরী হও তারপর অন্যকে তৈরী করো। তৈরী হওয়ার অর্থ মানবতার সমস্ত গুণ অর্জন করা। আমাদের দর্শনে বলছে সত্য, সাহস, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, রিপুর সংযম, সকলের জন্য মমতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, পবিত্রতা, বিশ্বাস, দায়িত্ববোধ—এরাই মানবতাবোধ তৈরী করে। পাশ্চাত্তের শিক্ষা হলো অধিকার ভোগের শিক্ষা। এমন বলা হয় চায়লেই পাওয়া যায় না—অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়। ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও। রাইট টু বলেই বিরাট এক ফিরিস্তি প্রাচ্যের দীক্ষা হলো তেন তক্তেন ভুঞ্জিথা। ত্যাগেই ভোগের আনন্দ। মা এটাসেটা দিয়ে সব শেষে ভাত খেয়ে নেন। স্বামী পুত্র কন্যাকে দিয়ে দেন মাছের মুড়ো, দই এর মাথা রোজ রোজ। এতে যে কি তৃপ্তি মা না হলে বোঝানো যায়না। ভারতীয় দর্শন সকলের মা। আচার্য্য দেব ভবঃ, পিতৃ দেব ভবঃ, মাতৃ দেব ভবঃ, অতিথি দেব ভবঃ। সকালে সে প্রার্থনা করে সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ। উপনিষদের ঋষির মহামন্ত্র আজো তাকে প্রেরণা দেয়। আত্ম বলিদান কি এমনি এমনি হয়। (চলবে)

হায় ইতিহাস, হায় সুভাষ (২য় পৃষ্ঠার পর)

অস্ত্র নিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মৃত সৈনিকদের পবিত্র স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংসকারী 'ভারতপ্রেমিক' (!) বৃটীশ সেনাপতি মাউন্টব্যাটেন ও লেডি মাউন্টব্যাটেনকে নিয়ে নাচানাচি করতে এই নেতার বাধেনি। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সংগ্রামের সুফল পরবর্তীকালে নির্লজ্জভাবে নিজেদের কাজে লাগাতেও এই নেতাদের বাধেনি।

স্বাধীন ভারতবর্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আজাদ হিন্দ ফৌজ যথাযোগ্য মর্যাদায় অঙ্গিভূত হতে পারেনি, সরকারী অফিস আদালতে সুভাষচন্দ্রের ছবি আজও নিষিদ্ধ, অন্ত্যজ। স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকারী ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগ্রামের ইচ্ছাকৃত অবমূল্যায়ন হয়েছে। আমাদের মরণজয়ী বিপ্লবীদের আত্মাহুতির যেন কোন গুরুত্ব নাই। দেশ বিদেশে ঢক্কা নিনাদে প্রচারিত হচ্ছে, অহিংস সংগ্রামের পথে নাকি স্বাধীনতা অর্জন করে আমরা বিশ্বে নতুন পথ দেখিয়েছি। 'সত্যমের জয়তে'র উচ্চকণ্ঠ ঘোষণাবাণীর কি নির্মম পরিহাস, কি নির্লজ্জ ভন্ডামি!

কিন্তু এটাই ইতিহাসের শেষ কথা নয়। এই লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও তাদের অন্যতম নেতা জনগণমনঅধিনায়ক সুভাষচন্দ্রকে মানুষের হৃদয় থেকে এভাবে নির্বাসিত করা যাবে না। একদিন না একদিন ইতিহাস তাঁদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বমহিমায় আপন অঙ্কে স্থান করে দেবে।

বিজ্ঞান ভাবনা-র বিজ্ঞান অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আন্তর্জাতিক পদার্থ বিদ্যা বর্ষপূর্তি ও আন্তর্জাতিক জীব বৈচিত্র্য বর্ষের সূচনা উপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জ দাদাঠাকুর মুক্তমঞ্চে গত ২২ জানুয়ারী ছাত্রছাত্রী ও বিজ্ঞান মনস্ক মানুষদের নিয়ে হয়েছে বিজ্ঞান অনুষ্ঠান। উদ্বোধন করেন ডঃ সুকুমার সরকার। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেন অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ী, এ, কে, এম, বজলুল হক, ডঃ মাখনলাল নন্দ গোস্বামী, ডঃ সুকুমার মাল ; সভাপতি হরিলাল দাস। সঙ্গে ছিল সৌরজগতের উপর স্লাইড ও কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনী। সহযোগিতায় ছিল মুর্শিদাবাদ জেলা যুক্তিবাদী সমিতি। বিশেষ কারণে ভাগীরথী লজের পরিবর্তে মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতে কিছু অসুবিধা হয়।

আমলাদের গড়িমসি চলছেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করেন না, কোন সময়ে তাঁর সাথে দেখা হবে তার কোন সময়ও দেননা। ভরত মন্ডল আরও জানান, এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে ডি এমের সাথে দেখা করলে তিনি বিভাগীয় অফিসার পি, ও কাম ডি, ডবলিউ, ও কে দায়িত্ব দেন। তিনি এসডিওকে ৩০-১১-০৫ তারিখের মধ্যে তপশীলি সার্টিফিকেট দেওয়ার নির্দেশ দেন (মেমো নং ৮৬৬/১/বি সি ডবলিউ, তাং ৩১-১০-০৫)। কিন্তু আজও চাঁই সমাজের সাধারণ দীনমজুর থেকে বেকার যুবক-যুবতী, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী প্রত্যেককে দিনের পর দিন হয়রান করা হচ্ছে। অফিসে খোঁজ নিতে গেলে অচ্ছুতের মতো ব্যবহার করা হয়।

বিদ্যুৎ লাইন অকেজো (১ম পৃষ্ঠার পর)

অনেক স্টাফ লাইট, ফ্যান, টিভি, ফ্রিজ বাদেও রান্নায় বা শীতে ঘর গরম রাখতে হিটার ব্যবহার করে সব ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে শুরু করেন ৬০-০০ টাকার বিনিময়ে। এই খবর আমরা অনেকদিন আগে প্রকাশ করে বিদ্যুৎ দপ্তরকে নড়েচড়ে বসতে অনুরোধ করি। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি।

শিক্ষক ক্ষোভ প্রকাশ করলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

—আচার্য্য হয়ে বলি কি করে ? এর উত্তর কার্য্যকর্তারাও দিতে পারেননি বলে খবর। বিজ্ঞান ও সচেতনতার দোহাই দিয়ে তাঁরা কর্তব্য শেষ করেন। শিগগির এ রাজ্যে ঐ শিক্ষা কার্য্যকরী হচ্ছে বলে অনেক শিক্ষক উদ্বিগ্ন।

পাত্রী চাই

পৌন্ড্র, ৫' ৬'', ৩০+, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার
(M. Tech, Kharagpur I. I. T.)
পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী স্নাতক (অনার্স) পাত্রী চাই।
Contact : সকাল ৬টা থেকে সকাল ৯টা (9733176029)

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই মাঘ ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
॥ কার্ডস ফেয়ার ॥
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জঙ্গিপুরে এবারও বই মেলা হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত বছরের মতো এবারও রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি মাঠে আগামী ৮ থেকে ১২ মার্চ '০৬ বই মেলা শুরু হচ্ছে। গত বছর সরকারী উদ্যোগে বই মেলা হওয়ায় যে পরিমাণ বই বিক্রী হয়েছিল, তার তুলনায় এবার কেনাকাটার চাপ খুব একটা হ্রাস পাবে না বলে উদ্যোক্তারা আশা প্রকাশ করেন।

চক্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি চক্রের ২৭ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ২৪ ডিসেম্বর স্থানীয় হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ছ'টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাত্রছাত্রী ছাড়া এলাকার শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীরাও এতে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদ সদস্য আইনাল হক ও প্রধান অতিথি ছিলেন বিধায়ক পরেশ দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সুজিতকুমার মাইতি ও প্রাক্তন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ফাকরুল ইসলাম।

বিজ্ঞান মঞ্চের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৩ ডিসেম্বর সাগরদীঘি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প.শ্চমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সাগরদীঘি জোনাল কমিটির সম্মেলন হয়ে গেল। সাগরদীঘি, বন্যেশ্বর, যোগপুর, মেঘাশিয়ারা প্রভৃতি হাই স্কুলের প্রায় দুশো ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা সম্মেলনে অংশ নেন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পরেশনাথ দাস, বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা সহ সভাপতি সুভাষ রায় চৌধুরী ও সদস্য দুলাল ঘোষ প্রমুখ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সাগরদীঘি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দ্বীপান্বিতা খান, পরেশ দাস ও সুভাষ রায় চৌধুরী। এ বছর পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের রাজ্য সম্মেলন হচ্ছে বহরমপুর শহরে বলে জানা যায়।

বহুমুখী জনসংযোগ অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর জঙ্গীপুরের উদ্যোগে ২০০৫ সাল ব্যাপী বহুমুখী জনসংযোগ অভিযান উপলক্ষে, জঙ্গীপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে অবস্থিত ১১টি উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় এবং দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় বিতর্ক, ক্যুইজ তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, আলোচনা, প্রবন্ধ লেখা, অংকন প্রভৃতি প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। রঘুনাথগঞ্জ ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার এবং মির্জাপুর নবভারত মিশন এই অনুষ্ঠান করতে সহযোগিতা করে। প্রত্যেক জায়গায় ভিডিও শো প্রদর্শিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করে তোলাই অনুষ্ঠানগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য। পোলিও মুক্ত পৃথিবী, স্বাস্থ্য সচেতনতা, সার্বিক সাক্ষরতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, কুসংস্কার ও পণপ্রথা, নারীমুক্তি, পরিবেশ দূষণ, শিশুশ্রম প্রথা, বেকার সমস্যা, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে নানা ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ডায়েরিয়া প্রতিরোধ, পালস্ পোলিও টীকাকরণ, শৌচাগার নির্মাণ, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন প্রভৃতির উপরও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ২৭৩ জন অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানগুলিতে দর্শক সমাগম ভালোই ছিল। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা এই ধরনের অনুষ্ঠান যাতে ভবিষ্যতে আরও করা যায়, তার জন্য উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।